মুখোমুখি

নির্যাতনমুক্ত পরিবার, নারী- পুরুষের অধিকার

• ১ম বর্ষ • ২য় সংখ্যা • আগষ্ট, ২০১০

প্রিয় চেঞ্জমেকার

আপনাদের আন্তরিকতা এবং প্রচেষ্টায় আমরা আবারও "মুখোমুখি" নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে পেরেছি। প্রথম মুখোমুখি প্রকাশ হওয়ার পর আমরা আপনাদের কাছ থেকে অনেক সাড়া পেয়েছি। একই সাথে পরামর্শও পেয়েছি প্রচুর, যা আমাদের চলার পথকে করেছে আরো সমৃদ্ধ। মুখোমুখি আমাদের সকলের ভাবনা প্রকাশের একটি ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই মুখোমুখিতে যা প্রকাশ পায় তা মূলত আমাদের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। আপনাদের দেয়া তথ্য শুধু জানার জন্যই নয়, নতুন চেঞ্জমেকার তৈরীতেও বিশেষ অনুপ্রেরণা প্রদান করছে। আপনাদের আরো বেশী বেশী অংশগ্রহণ, ভাল কিংবা খারাপ লাগার অনুভূতি জানালে মুখোমুখির এই প্রয়াস সার্থক হবে।

আপনাদের সকলের আন্তরিক অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ রইল। ভালো থাকুন।

গল্পে অংশগ্রহণ: ২২-২৬শে জুন, ২০১০ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হলো দক্ষিণ এশিয় চেঞ্জমেকার সম্মেলন। দক্ষিণ এশিয়ার ৫টি দেশ থেকে এসেছিলো প্রায় ১২০ জন চেঞ্জমেকার। যারা বাংলাদেশের ২৭ টি জেলার চেঞ্জমেকারদের সাথে কাজ করেছেন। বরিশালের চেঞ্জমেকার মনির আর শ্রীলঙ্কার চেঞ্জমেকার ফাতিমা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলো:

প্রশ্ন: আমরাই পারি ক্যাম্পেইন এ সম্পৃক্ত দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর নাম কি?

বাকী দেশ গুলোর নাম লিখুন: ১.....

২.....৩.....

৪.....৫.....।

স ং বা দ টু কি টা কি

'সমঅধিকার ও সুযোগ নিয়ে এগিয়ে যাবো একসাথে' এই শ্লোগান নিয়ে ৩ থেকে ৮ ই মার্চ ২০১০ পর্যন্ত চলে আমরাই পারি রোড মার্চ ক্যাম্পেইন। বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান রংপুরের পায়রাবন্ধ এবং সুফিয়া কামালের জন্মস্থান বরিশালের শায়েস্তাবাদ থেকে শুরু হয়ে ঢাকার শহীদ মিনারে শেষ হয় রোড মার্চ ক্যাম্পেইন।

৮ ই মার্চ ২০১০ এর প্রথম প্রহর রাত ১২.০১ মিনিটে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঘোষণার শতবর্ষ উপলক্ষে ঢাকার শহীদ মিনারে চেঞ্জমেকাররা আধাঁর ভাঙ্গার শপথ গ্রহণ করেন। তাদের দাবি ছিলো রাতের অন্ধকার যেনো নারীর চলাচলের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরী না করে।

'চাই সমতা, মর্যাদা ও সমঅধিকার, চাই নির্যাতন মুক্ত পরিবার এবং আমরাই পারি তা নিশ্চিত করতে' এই আহবান জানিয়ে ২৩ থেকে ২৬ শে জুন ২০১০ ৪দিন ব্যাপি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ এশিয় আঞ্চলিক চেঞ্জমেকার সম্মেলন' ২০১০।

জা না অ জা না

বাল্য বিবাহ আয়োজনকারী অভিভাবকের শাস্তি ১ মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড কিংবা ১ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকার শাস্তি।

সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় দৃষ্টিকোন থেকে মেয়েরা পুরুষের সমান অধিকার পাবে।

যদি কোনো নারী স্বামী বা স্বামীর পিতা-মাতা অভিভাবক বা আত্নীয় যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটায়, কিংবা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করে তাহলে অপরাধীর যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা ১৪ বছর সশ্রম কারাদন্ডসহ অর্থদন্ড এমনকি মৃত্যুদন্ডও হতে পারে।

জীবন থেকে নেয়া:

সাথী সিরাজগঞ্জের দূর্গম চরাঞ্চলের মাঝে নিজে একজন চেঞ্জমেকার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে বঞ্চিত, নির্যাতিত মানুষগুলোর দিন বদলের জন্য।

"শুনেছি আমাদের মতো আরো অনেক দেশ একইভাবে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু সেই সকল দেশের চেঞ্জমেকার ভাই বোনদের সাথে মেশার বা অভিজ্ঞতা বিনিময় করার সুযোগ কোনদিন পাব তা স্বপ্নেও ভাবিনি।" তাইতো চেঞ্জমেকার সম্মেলনের কথা শুনতেই মনের মধ্যে কেমন যেন একটা আনন্দের বন্যা বয়ে গেলো। ৬টি দেশের চেঞ্জমেকার ভাই বোনেরা একত্রিত হব বন্ধু হিসাবে। এক সাথে থাকার, কাজ করার নিজেদের কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময় করার এই সুযোগ সত্যিই অন্যরকম।

সম্মেলনে বিদেশী চেঞ্জমেকার বন্ধু হিসাবে পরিচয় হয় ইন্ডিয়ার চেঞ্জমেকার রেবতি ব্যানার্জীর সাথে। রেবতির কাজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানতে পারি একজন শহুরে-ধনী পরিবারের নারীও নির্যাতনের স্বীকার হতে পারে, যা আমি আগে এভাবে ভাবিনি। তার দেশের "আমরাই পারি"র কাজের অভিজ্ঞতাগুলো আমাকে নতুন করে চিন্তা করার সুযোগ করেছে।

আমার সঙ্গী রেবতিসহ আমি স্থানীয়ভাবে ৪টি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলাম যার মধ্যে ছিল; সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা ,পথ নাটক, স্কুল ও যুব সংগঠনে সাথে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা সভা। সঙ্গী হিসেবে যে শুধু আমিই লাভবান হয়েছি তা কিন্তু নয়, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার চেঞ্জমেকারদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে রেবতিও নতুনভাবে অনেক কিছু জেনেছেন তাও স্বীকার করলেন।

পরবর্তীতে ঢাকায় শিশু একাডেমির অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আগত সকল দেশের চেঞ্জমেকারদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে বোঝা গেলো দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশের নারীরাই কোন না কোন ভাবে নির্যাতনের শিকার। হয়তো কখনো তারা বলতে পারছে আবার কখনো পারছে না। সর্বপরি সম্মেলনের মাধ্যমে আমি আবার নতুনভাবে কাজ করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি আর পেয়েছি বেশ কিছু বিদেশী বন্ধু যারা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমার মতো কাজ করে যাচ্ছে। আমি এখন জানি আমি আর একা নই।

- সাথী, সিরাজ গঞ্জ।

আপনার ভাবনা:

- দক্ষিণ এশিয় চেঞ্জমেকার সম্মেলনেঅন্যান্য দেশের চেঞ্জমেকার ভাই/বোনদের একত্রিত হওয়ার সুবিধাগুলি কি ছিলো ?
- চেঞ্জমেকার হিসেবে আপনি নিজে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন?
- "শহুরে-ধনী পরিবারের নারীরাও নির্যাতনের শিকার হতে পারে" আপনি কি একমত?
- অন্য চেঞ্জমেকারের সাথে নিজের অভিজ্ঞতা বিনিময় করলে কিভাবে লাভবান হওয়া যায়?
- আপনি কি সম্প্রতি অন্য কোনো চেঞ্জমেকারের সাথে নিজের কাজ নিয়ে আলোচনা করেছেন?
- সাথীর এই বর্ণনা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় কি ছিল ?

প্রাপক:
আমরাই পারি সচিবালয়
৬/৪ এ (তৃতীয় তলা)
স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর
ঢাকা ১২০৭

প্রেরক:

We want respect, equal rights and dignity

We want violence free life

& WE CAN

WE CAN Alliance to End Domestic Violence

তথ্য আমার অধিকার:

- আমরাই পারি ক্যাম্পেইন এর বার্তা এখন পৌঁছে গেছে বাংলাদেশের ৫২টি জেলায়।
- বাংলাদেশের ৪৫০ টি সংগঠন সম্মিলিতভাবে এই ক্যাম্পেইনকে এগিয়ে নিচ্ছে।
- ৩৮ টি জেলায় আমরাই পারি ক্যাম্পেইন এর জেলা জোট তৈরী হয়েছে।
- এ পর্যন্ত মোট ৬,০০,০০০ চেঞ্জমেকার বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করছে।
- এ পর্যন্ত মোট ১৫০০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্যাম্পেইন এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে।
- বিশ্বে মোট ১৩ টি দেশে ক্যাম্পেইন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

পত্রিকার পাতা থেকে

মন্ত্রিসভায় পারিবারিক সহিংসতা আইন অনুমোদন: পরিবারের সদস্যদের দ্বারা নির্যাতিত নারীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইনের নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে।

-প্রথম আলো ২৩.০২.১০

আমাদের কথা:

পুরুষালি মানসিকতা নারী বা পুরুষ যে কারোরই থাকতে পারে, প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন।
- চেঞ্জমেকার (বাংলাদেশ)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।
- চেঞ্জমেকার (পাকিস্তান)

নারী নির্যাতন শুধু নারীকে নয় সমাজের সকলকে ক্ষতিগ্রস্থ করে তাই নারী নির্যাতন বন্ধে সকলের ভূমিকা রাখা প্রয়োজন।
- চেঞ্জমেকার (বাংলাদেশ)

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মোবাইল ভ্যান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

সংস্থা পরিচিতি

শিক্ষা অঙ্গন উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর সদর, রংপুর।

- ক্যাম্পেইন এর সাথে প্রতিষ্ঠানটি জানুয়ারী ২০০৯ থেকে জড়িত হয়েছে।
- প্রতিষ্ঠানে মোট চেঞ্জমেকার ৪৬০জন। তন্মধ্যে নারী ১৮২ এবং পুরুষ ২৭৮ জন।
- ক্যাম্পেইন এর সাথে জড়িত হয়ে প্রতিষ্ঠানটি নিজ উদ্যোগে ক্যাম্পেইন সংক্রান্ত সংবাদ সম্মেলন, পালা গান, পথ নাটক, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা র‍্যালী, চেঞ্জমেকার সম্মেলন, মোবাইল ভ্যান র‍্যালী, বেগম রোকেয়া দিবস, মানব বন্ধন, আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের আয়োজন করেছে।
- এ প্রতিষ্ঠান ২২-২৬ জুন ২০১০ এর দক্ষিণ এশিয় আঞ্চলিক সম্মেলনে স্কুল সেশন অনুষ্ঠান আয়োজন করে এবং ১জন ঢাকায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন।

গত পর্বের মুখোমুখি

বন্ধুরা গত সংখ্যায় গাইবান্ধার বিপুল আর ময়মনসিংহের শারমিনের কথা নিশ্চয়ই আমাদের মনে আছে। আপনাদের পাঠানো অনেক উত্তরের মধ্যে থেকে বেছে নিয়েছি কয়েকটি আপনাদেরই জন্য;

- যৌতুকের দাবী পুরুষের মর্যাদা কোনভাবেই বৃদ্ধি করে না বরং এতে তাদের নির্যাতনকারীর চেহারার প্রতিছবি ফুটে উঠে। একইভাবে মেয়েপক্ষ যৌতুক দিয়ে নারীর মর্যাদাহানী করে। পরিবারে নারী ও পুরুষের সর্ম্পক হওয়া উচিত সমমর্যাদার এবং সমঅধিকারের। তাই সম্পর্কের শুরুতে একজনের মর্যাদাহানী করে সেই সম্পর্ক সুখের হয় না।
- যৌতুক কখনোই নারী নির্যাতনকে বন্ধ করতে পারে না বা সংসারে সুখের নিশ্চয়তা দিতে পারে না বরং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিপরীত চিত্র দেখা যায়।
- যৌতুক দেয়া কিংবা নেয়ার অর্থ একটি অপরাধ করা এবং অপরাধকে প্রশ্রয় দেয়া, তাই যৌতুক একধরনের নারী নির্যাতন। যা প্রতিরোধ করা আমাদের দায়িত্ব।

পুরস্কার পর্ব:

গত মুখোমুখিতে গল্পের প্রশ্নোত্তর পর্বে যারা উত্তর দিয়েছেন, তাদের সকলের জন্য রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনাদের মধ্য থেকে যাকে পুরস্কারের জন্য বেছে নেয়া হয়েছে, তার নাম:

সেলিনা আক্তার
প্রযত্নে: সৈয়দ শওকত হোসেন
গ্রাম: উত্তর সরালিয়া, পো: মোরেলগঞ্জ
জেলা: বাগেরহাট, পো: কোড: ৯৩২০

আমরাই পারি নারীর বিরুদ্ধে সকল নির্যাতন বন্ধ করতে

আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট

আমরাই পারি সচিবালয়, ৬/৪ এ (তৃতীয় তলা)
স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭, বাংলাদেশ।
ই-মেইল: wecan_secretariatbd@yahoo.com

www.wecanendvaw.org